□ দাওয়াতের শাব্দিক অর্থ → আহ্বান করা, প্রশ্ন করা, একত্রিত হওয়া ও দুআ করা

□ আল্লাহ তাআলার হুকুমে আল্লাহ তাআলার পয়গামকে আল্লাহ তাআলার বান্দার কাছে পৌঁছানোকে দাওয়াহ বলে।

□ আল্লাহর বান্দাঃ

পৃথিবীতে যত মানুষ ও জ্বীন আছে, হোক সে আল্লাহকে বিশ্বাস করুক আর না করুক সকলেই আল্লাহর বান্দা।

□ আর রাহমান, আর রাহীমঃ

সূরা ফাতিহার "আর রাহমান আর রাহীম"

এখানে আর রাহমান (আল্লাহ দয়াময়), এটা পৃথিবীর জন্য অর্থাৎ পৃথিবীতে কেউ আল্লাহর নাফরমানী করলেও আল্লাহ তার রুজির ব্যবস্থা করেন।

এবং 'আর রাহীম' এর অর্থ কেবলমাত্র কেয়ামতের জন্য নির্দিষ্ট, অর্থাৎ যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে। আল্লাহর বিধি-নিষেধ মেনে চলেছে তারাই এ রহমতের অন্তর্ভুক্ত।

□ দাওয়াত কাদের দিব?

→ মুসলিম, অমুসলিম সকলেরই জন্য

Scanned with CamScanner

ইসলামের পরিভাষায় দাওয়াত শব্দের অর্থঃ

অর্থ ২টি। ১. প্রচার প্রসার ও আহ্বান করা
২. দ্বীন ও রেসালাত

১. সকল মানুষের নিকট ইসলামের প্রচার করা এবং তাদেরকে একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর দ্বীন ও পথের দিকে আহ্বান করা। তাদেরকে ইসলামের পুর্ণ শিক্ষা দেওয়া ও তাদের জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে দ্বীনের বাস্তবায়ন করা।

২. আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ও রেসালাত যা তিনি বিশ্ব জাহানের জন্য পছন্দ করেছেন। যার শিক্ষা অহিরূপে তাঁর রাসুলের (সা.) প্রতি নাজিল করেছেন এবং কুরআন ও সুন্নাতে রাসুলের মধ্যে তার সংরক্ষণ করেছেন।

তাবলীগঃ

অর্থ "প্রচার ও প্রসার করা"

আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত "অহি মাতলু' তথা কুরআন ও 'অহি গাইরু মাতলু' তথা সহীহ হাদীসসমুহ উপযুক্ত মাধ্যম ও উত্তম পদ্ধতিতে সকল মানুষের নিকট পৌঁছানো।

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত,
রাসুল (সা.) বলেছেন, "প্রতিটি নবজাতক স্বভাবজাত ইসলাম নিয়ে জন্ম লাভ করে। অতঃপর তার বাবা-মা তাকে ইয়াহুদী বানায় খ্রীস্টান বানায়, অগ্নিপুজারী বানায়। যেমন চতুষ্পদ প্রাণী পুর্ণাঙ্গ চতুষ্পদ বাচ্চা জন্ম দেয়, তোমরা কি তাতে কোনো অঙ্গ কর্তিত বাচ্চা উপলব্ধি করেছ?"

Scanned with CamScanner

☐ ইনসান:

মানুষের আরবি 'ইনসান'

১. ইনসান শব্দটি 'উনস' ধাতু থেকে আগত যার অর্থ ভালোবাসা, সুসম্পর্ক। দুটি কারণে এ নামকরণ করা হয়েছে।

(i) আল্লাহ ভালোবেসে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষ আল্লাহর ভালোবাসার পাত্র। তারা আল্লাহকে ভালোবাসবে।

(ii) মানুষের মধ্যে প্রেম ও ভালোবাসা আল্লাহ রক্ষিত রেখেছেন। মানুষ মানুষকে ভালোবেসে পরিবার, সমাজ গড়ে তোলে।

২. অন্য সূত্রে ইনসান শব্দটি 'নিসয়ান' ধাতু থেকে নির্গত যার অর্থ ভুল করা। প্রথম মানব হযরত আদম (আ) ভুল করেছিলেন বলে এ নামকরণ করা হয়েছে।

☐ "কুনতুম খইরা উম্মাতিন উখরিজাত লিন্না-ছি তা'মুরনা বিলমা'রূফি ওয়া তানহাওনা আনিল মুনকারি।" [আ-লে ইমরান ১১০]

অর্থ: তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে, তোমরা সৎকাজে নির্দেশ দান কর এবং অসৎকাজে নিষেধ কর।

☐ আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার দায়িত্ব কার?

→ প্রত্যেক মুসলিমের উপর নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী ওয়াজিব।

☐ আলে ইমরান [১০৪]:

তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দিবে ভালো কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে আর তারাই সফলকাম।

Scanned with CamScanner

⊡ নবী (সা:) বলেন,

"তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো গর্হিত কাজ দেখলে সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিহত করে যদি তা না করে তবে মুখ দিয়ে প্রতিহত করে। যদি তাও না পারে তবে অন্তর দিয়ে প্রতিহত করে। আর ইহা হলো দুর্বলতম ঈমান।"

[মুসলিম]

⊡ আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার কারণঃ

১. আল্লাহর দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও যমীনের বুকে তাঁর দাসত্ব বাস্তবায়ন করা।

২. মুহাম্মদ (সা:) এর অনুসরণ করা।

⊡ কুরআন ও হাদীসে দাওয়াতঃ

আল্লাহ বলেন,

" আপনি আপনার প্রতিপালকের পথে আহবান করেন,"

[আন নাহল ১২৫]

নবী (সা:) বলেছেন,

" তোমরা আমার নিকট থেকে পৌঁছিয়ে দাও তথা প্রচার কর, যদিও তা একটি আয়াত হয়। [বুখারী]

⊡ নূহ (আ:) ৯৫০ বছর দাওয়াত দিয়েছেন।

* দাউদ (আ:) এর কওমদের শুকর ও বানরে পরিণত করা হয়েছিল কারণ তারা অন্যায় দেখেও প্রতিহত করেনি। তারা তিন দলে বিভক্ত হয়েছিল।
১. সরাসরি অন্যায়ে লিপ্ত,
২. অন্যায় করেনি ও প্রতিহত করেনি,
৩. প্রতিহত করেছিল তাই আযাব থেকে মুক্তি পেয়েছিল।

* কোনোভাবে প্রতিহত করতে না পারলে শুধু অন্তর দ্বারা ঘৃণা যথেষ্ট নয়। বরং অন্তর দ্বারা ফিকির তথা অন্য কাউকে দিয়ে তা প্রতিহতের চেষ্টা করতে হবে।

Scanned with CamScanner

দাওয়াত, তাবলীগ, শাহাদাত ও তামলাহ

দাওয়াত:

শাব্দিক অর্থ আহ্বান করা।

• 'দাওয়াত' শব্দটি কুরআনে ২১৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে, তার মধ্যে ৪৩ বার নবুওয়াতের কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ
أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

বলে দিন এই আমার পথ, আমি আল্লাহর দিকে বুঝে শুনে দাওয়াত আমি এবং আমার অনুসারীরা। আল্লাহ পবিত্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই। [সূরা ইউসুফ - ১০৮]

• রাসূল (সা.) যাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন তার অমুসলিম ছিল,

মুশরিক — ৭০%
অগ্নিপূজারী — ১০%
আহলে কিতাব — ১০%
নাস্তিক — ১০%

• দাওয়াত শব্দটি বেশি ব্যবহৃত হয়েছে দুটি অর্থে

(i) দুআ
(ii) আহ্বান বা ডাকা

Scanned with CamScanner

তাবলীগঃ

তাবলীগ অর্থ পৌছান

সূরা মায়েদা ৬৭ নং আয়াত

"হে রাসুল পৌছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ন হয়েছে, আর যদি আপনি তরূপ না করেন, তবে আপনি তার পয়গাম কিছুই পৌছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।"

দাওয়াত, তাবলীগ, শাহাদাতের আসল হকদার অমুসলিমরা।

শাহাদাতঃ

অর্থ সাক্ষী দেওয়া

"এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমন্ডলীর জন্য এবং যাতে রাসুল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য।" [বাকারা : ১৪৩]

একবার রাসুল (সা.) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কে কুরআন পড়তে নির্দেশ দিলেন, তিনি যখন সূরা নিসার ৪১ নং আয়াত পড়লেন

" আর তখন কী অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি ডেকে আনব প্রতিটি উম্মতের মধ্য থেকে অবস্থা বর্ণনাকারী এবং আপনাকে তাদের ওপর অবস্থা বর্ণনাকারীরূপে।"

তখন নবীজী (সা.) এর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল এই চিন্তায় যে উম্মত এ দায়িত্ব আদায় করতে পারবে কি-না।

Scanned with CamScanner

• সাক্ষী দু' প্রকার।
(i) মৌখিক
(ii) আমলি।

▫ ওসিলাহঃ
অর্থ ঠিক করা
• মুসলমানদের জন্য ওসিলাহ।
দলিল ⟶ সুরা আরাফ (১৪২)
• মুসা (আ.)কে ৪০ দিনের জন্য আল্লাহ ডাক দিলেন।

হক আদায় 01/02

▫ হক 2 প্রকার
(i) আল্লাহর হক (হকুকুল্লাহ ইবাদ)
(ii) বান্দার হক (হকুকুল ইবাদ)

" হে মানুষ সকল! তোমরা সকলেই ফকির এবং ভিক্ষুক আল্লাহ হলেন ধনী এবং প্রশংসিত।" [সুরা ফাতির - ১৫]

▫ কাঙাল কে?
রাসুল (সা.) কাঙাল হলো সেই ব্যক্তি যে অনেক নেক আমল নিয়ে কেয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হবে কিন্তু কারো জমি দখল করে, কারো গীবত করে, কাউকে গালি দেয়। সেদিন সেই হকদারগণ উপস্থিত হয়ে নিজের হক আদায়ের দাবি জানাবে। তখন হকের পরিবর্তে নেক আমল দিতে হবে। নেক আমল শেষ হয়ে গেলেও হকদার বাকি থাকলে তাহলে তাদের বদ আমল তার মাথায় দিয়ে দেয়া হবে। পরিণামে ততো নেক আমল থাকা সত্ত্বেও তাকে জাহান্নামে ফেলা হবে।

Scanned with CamScanner

⊡ ইমাম মালেক (র) এর শিষ্য ও খলাতিষিক্ত ইয়াহিয়া উন্দুলুসী(র) এর ঘটনাটি দেখে নিব।

এক দিরহাম = আড়ে তিন আনা

⊡ হাদীস

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন,

"কারো একটি পাওনা দিরহাম পরিশোধ করা এক লক্ষ, এক লক্ষ, এক লক্ষ, এক লক্ষ, এক লক্ষ, এক লক্ষ দিনার সদকা দেয়া উত্তম।"

⊡ পিতামাতার হকঃ

- ইসলামে রাসুল (সা.) এর পরের হক পিতা-মাতার হক।
- বনী ইসরাঈল ২৩ নং আয়াত

"তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো, পিতা-মাতার কোনও একজন বা উভয়ে যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদের সাথে উচ্চস্বরে কথা বলো না বরং তাদের সাথে সম্মানজনক আচরন করো।"

- কথা বলার সময় সন্তানের আওয়াজ পিতা-মাতার আওয়াজ থেকে উঁচু হতে পারবে না।
- সূরা বনী ইসরাঈল ২৪ নং আয়াত
- মায়ের মর্যাদা পিতার তুলনায় তিনগুন।

Scanned with CamScanner

স্ত্রীর হক:

রাসুল (সা.) বলেন, " আমি জাহিলিয়াতকে পায়ের নিচে পদদলিত করতে এসেছি।"

ওলামাগন বলেন, সবচেয়ে খারাপ অপরাধ ছিল নারীদের হক আদায় না করা.

⇒ " যখন তাদেরকে কন্যা সন্তানের ভয় সুসংবাদ দেয়া হতো, তখন তাদের চেহারা মলিন হয়ে যেত এবং মনে মনে দুঃখ - কষ্ট অনুভব করত।" [সুরা নাহল -৫৮]

⇒ পশ্চিমাদের নিকট নারীর অধিকার:

- পশ্চিমারা নারীর অধিকার দিয়েছে ৮ম শতাব্দীতে।
- রাসুল (সা.) এর ২০০ বছর পর ফ্রান্সে খ্রিস্টানদের একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল, " আজ থেকে আমরা নারীদেরকে মানুষ বলছি।"
- বৃটেনে নারীদেরকে মালিকানার অধিকার দেয় → ১৯৬২ সনে।

" যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।"
[সুরা সুরা ৪৯]

⇒ রাসুল (সা.) বলেন,
" তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সেই যে নিজের স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার করে।"

Scanned with CamScanner

শ্রমিকের অধিকারঃ

- শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বে তার বিনিময় আদায় করি দিবে।

প্রতিবেশির হকঃ

- রাসুল (সা.) বলেছেন, প্রতিবেশির হক - অধিকারের ক্ষেত্রে জিব্রাইল (আ) আমাকে এতো পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন, ভেবেছি প্রতিবেশিরা সম্পদের ওয়ারিশ হয়ে যাবে।

- নবীজী (সা.) বলেন,

"ঐ ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে না যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশি নিরাপদ নয়।"

"ঐ ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে নয় যে নিজে পেট ভরে আহার করে আর তার প্রতিবেশি ক্ষুধার্ত থাকে।"

সন্তানের হকঃ

(i) নবজাতকের ডান কানে আযান ও বামকানে ইকামত দেওয়া

(ii) ভালো অর্থের নাম রাখা,

(iii) সাতদিনে আকিকা দেওয়া, (মাথা মুণ্ডন ও চুলের মাপে সাদাকা)

(iv) দ্বীন শিক্ষা দেওয়া

* বান্দার হক আদায় না করলে আল্লাহ ক্ষমা করেন না, জানোয়ার থেকেও হুবুকুল ইবাদ এর ক্ষেত্রে হিসাব নেওয়া হবে।

Scanned with CamScanner

সূরা ইউসুফ – ১০৮ নং আয়াত
সূরা আলে ইমরান – ১১০ নং আয়াত

- দাওয়াত দেওয়া সকল মুসলিমের দায়িত্ব।
- রাসুল (সা:) অপছন্দ করতেন এমন কোনো কাজে সাহাবীরা (রা) করতেন না।
একবার পথিমধ্যে রাসুল (সা:) এক ব্যক্তির বাড়ির সামনে একটি মিনার দেখে অসন্তোষ হন। পরে ঐ ব্যক্তি তা জানতে পেরে কুড়াল দিয়ে মিনারটি ভেঙে ফেলে।

একবার হযরত আয়িশা (রাঃ) কে রাসুল (সাঃ) এর সীরাত ও আখলাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বলেন, "তোমরা কি কুরআন পড় না?"
প্রশ্নকারী ইতিবাচক উত্তর দিলে তিনি বললেন, "তাঁর আখলাক ছিল 'আল কুরআন'।

∴ কেউ যদি কুরআনের আসলী রূপ দেখতে চায় সে যেন সীরাতে রাসুলের প্রতি দৃষ্টি রাখে। আর যদি পবিত্র সীরাতকে দেখতে চায় তাহলে যেন কুরআন অধ্যয়ন করে।

হাদীসে এসেছে,

"দুনিয়াতে এমনভাবে অবস্থান করো যেন তুমি একজন পথিক। পথিক যেমন হাটতে হাটতে ক্লান্ত হয়ে কোনো এক গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়, কিন্তু সেখানে পুরো জীবন পার করে দেয় না তার মূল গন্তব্যে ফিরে যায়।"

Scanned with CamScanner

সূরা মুযযাম্মিল (১-৪)

"হে চাদরে আবৃত! রাতে নামাযে দাঁড়াও তবে (রাতের) কিছু অংশ বাদে, রাতের অর্ধেক বা তার থেকে কিছুটা কম অথবা তার চেয়ে বাড়াও আর ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে কুরআন পাঠ কর।"

দুনিয়ার প্রতি নেশা আমাদেরকে আখিরাত থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

- ঈমানের ৭৭ টি শাখা রয়েছে।
- দ্বীনের প্রচার-প্রসার করা আমাদের কাছে রাসুল (সাঃ) এর আমানত।
- দিনের চব্বিশ ঘন্টার একঘন্টা (২৫ ঘন্টা) দ্বীনের কাজে ব্যয় করা।

উম্মতঃ

উম্মত ২ প্রকার।

(i) উম্মতে দাওয়াত

(ii) " ইজাবাত [ইজাবাত অর্থ কবুল করে নেওয়া]

→ উম্মতে ইজাবাত বলতে যারা রাসুল (সা) এর দাওয়াত কবুল করে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে, ঈমান এনেছে তাদেরকে বুঝায়।

→ উম্মতে দাওয়াত বলতে আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টিজগতের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। রাসুল (সা.) সমস্ত সৃষ্টিজগতের জন্যে প্রেরিত।

কাফির মুশরিকরা উম্মতে দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

Scanned with CamScanner

আমাদের দায়িত্ব দাওয়াত দেওয়া।
কাউকে জোর করে মুসলিম বানানো নয়।

- রাসুল (সা.) কোনো কোনো কাফেরের কাছে ৭০ বারেরও অধিক দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন।
- ইব্রাহীম (আ.) কাবা নির্মাণের পর আল্লাহ তাকে সবাইকে আহবান করার নির্দেশ দেন। তখন ইব্রাহীম (আ.) এর মনে প্রশ্ন জাগে, "আমি তখান থেকে ডাক দিলে তা সমস্ত পৃথিবীর মানুষ শুনতে পাবে?"
আল্লাহ বলেন, "তবাদনি আহ্বান করুন, পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমার।"

- দাওয়াতের কাজে ১ ঘন্টা ব্যয় করা হাজরে আসওয়াদকে সামনে রেখে ক্বদরের রাতে সারারাত নফল ইবাদত করার চেয়েও বেশি সওয়াব।

- জিহাদ হলো দাওয়াতের পরিপূরক। যখনই দাওয়াতে বাঁধা আসে তখনই জিহাদের ব্যাপারটা আসে।

Scanned with CamScanner

15/02

⊡ ইসলাম কাদের:

- ইসলাম সকল মানুষের
- আল্লাহর মনোনীত ধর্ম
- পৃথিবীতে মুসলিম আতকরা ২০ ভাগ।
- দলীল → সূরা আলে ইমরান → ১৯, ৮৫

① إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

-নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম।
[আলে ইমরান – ১৯]

② "যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম কামনা করবে, তার থেকে তা কখনই কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" [আলে ইমরান – ৮৫]

⊡ আল্লাহ কাদের:

- আল্লাহ সকলের
- সূরা বাকারা – ২১

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ

হে — মানুষ — তোমরা ইবাদত করো — তোমাদের রবের — যিনি — তোমাদের সৃষ্টি করেছেন

وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

এবং যারা — থেকে — তোমাদের পূর্ব — তোমরা যেন — বেঁচে চলতে পারো (পাপ হতে)

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত করো, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো।

Scanned with CamScanner

* এখানে الناس দ্বারা রাসুল (সা:) থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষকে বুঝানো হয়েছে,

মুহাম্মদ (সা:) কাদের নবী:

- মুহাম্মদ (সা:) সকলের নবী
- সূরা আরাফ — ১৫৮

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

বলো — হে — মানুষ — নিশ্চয়ই আমি — রাসুল — আল্লাহর — তোমাদের প্রতি — সকলের জন্য

অর্থ: বলো, হে মানবমণ্ডলী, তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহ প্রেরিত রাসুল।

কুরআন কাদের:

- কুরআন সকলের
- সূরা বাকারা —১৮৫

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ

মাস — রমাদান — যা — অবতীর্ণ করা হয়েছে — তার মধ্যে — কুরআন (যা) — সঠিক পথ নির্দেশনা — মানুষের জন্য

وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

এবং সুস্পষ্ট নিদর্শন — থেকে — সঠিক পথের — এবং ন্যায় ও বাতিলের পার্থক্যকারী

অর্থ: রমযান হলো সেই মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশক এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী।

Scanned with CamScanner

▣ মুসলমান কাদের জন্য?ঃ

- সকল মানুষের জন্য
- সূরা আলে ইমরান - ১১০
- বিশ্বের মানুষকে আল্লাহ দু'ভাগে ভাগ করেছেন
  - (i) خير أمة উত্তম জাতি দ্বারা মুসলমানদের নির্দেশ করা হয়েছে।
  - (ii) الناس 'মানুষ'।

⊙ জিম্মাদারি 2 প্রকার।

(i) ব্যক্তিগত (ii) সমষ্টিগত

ব্যক্তিগত দায়িত্বে আল্লাহ নিজের হককে প্রাধান্য দিয়েছেন।
সমষ্টিগত " " বান্দার হককে " "

⊙ উত্তম জাতি হওয়ার শর্ত ৩টি,

(i) সৎ কাজের আদেশ

(ii) অসৎ কাজের নিষেধ

(iii) আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।

▣ অমুসলিমদের দাওয়াত দেওয়া মানবতার দাবিঃ

সূরা বাইয়্যিনাহ -র ৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন

"আহলে কিতাব ও ~~মুশরিকদের~~ দের মধ্যে যারা কুফুরী করে এবং মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। এরাই সৃষ্টির অধম।"

Scanned with CamScanner

- রাসুল (সা:) এর সবচেয়ে বড় মুনাজাত দাওয়াত।
- বিদায় হজ্বের ভাষণে সাহাবায়ে কেরাম (রা:) জিজ্ঞাসা করলেন হে রাসুল (সা:), আপনার অবর্তমানে আমাদের কাজ কী?
নবী করিম (সা:) বললেন,
"আমার যা কাজ ছিল তোমাদেরও একই কাজ।"
অর্থাৎ "দাওয়াত"

আল্লাহর শাস্তি

22/02

আল্লাহ কুরআনে মানুষের 2টি অবস্থার কথা বলেছেন

(i) সম্মানের অবস্থা

"ইজ্জত সম্মান তো শুধু আল্লাহর ও তাঁর রাসুল এবং মু'মিনদের জন্য, কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না" [সুরা মুনাফিকুন - ৮]

(ii) লাঞ্ছনার অবস্থা

"আর তাদের ওপর আরোপ করা হলো লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা, তারা আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়ে ঘুরতে থাকল।"
[সুরা বাকারা - ৬১]

কুরআনে 2 প্রকার জাতির উপর শাস্তির আলোচনা করা হয়েছে,

(i) অস্বীকারকারী কাফের

(ii) আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা নাফরমান হয়ে যায়।
↳ যাদেরকে আমরা বনি ইসরায়েল বলে চিনি।

Scanned with CamScanner

আল্লাহ পূর্ববর্তী জাতিকে তিন কারণে শাস্তি দিয়েছেন।

(i) অন্যায় কাজে বাধা না দেওয়া

(ii) সত্য গোপন করা

(iii) আল্লাহর বিধি বিধান থেকে উদাসীন হওয়া।

(i) ⟹

- আল্লাহর কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় কাজ শিরক করা।
- "তুমি আল্লাহর সাথে শিরিক করো না, নিশ্চয়ই শিরক মহা অন্যায়।" → [সূরা লোকমান - ১৩]
- "যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, আল্লাহ তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দেন। তার আবাসস্থল জাহান্নাম এবং যালেমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।"

→ [সূরা মায়েদা - ৭২]

- অন্যায় কাজে বাধা না দেওয়া প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

"তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্যই মন্দ ছিল।"

[সূরা মায়েদা - ৭৯]

(ii) ⟹

সত্যকে গোপন করা:

- সূরা বাকারা - ১৫৯

"নিশ্চয়ই যারা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা নাজিল করেছি মানুষের জন্য কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও; সে সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীগণেরও।"

Scanned with CamScanner

(iii) ⟶

আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধান থেকে উদাসীন হওয়া:

" অতঃপর যখন তারা সেসব বিষয় ভুলে গেল, যা তাদেরকে বোঝানো হয়েছিল, তখন আমি সেসব লোককে মুক্তি দান করলাম যারা মন্দ কাজে থেকে বারন করত। আর পাকড়াও করলাম, গুনাহগারদেরকে নিকৃষ্ট আযাবের মধ্যিমে তাদের নাফরমানির দরুণ।"

→ [সুরা আরাফ - ১৬৫]

শাস্তির ধরন:

পূর্ববর্তী উম্মতকে ৩ ধরনের শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে,

(i) আসমানি শাস্তি
(ii) জমিনি শাস্তি
(iii) পারস্পর ঝগড়া-বিবাদ

* রাসুল (সাঃ) এর দুআর বরকতে প্রথম 2 ধরনের শাস্তি উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।

অর্থাৎ ৩য় ধরনের শাস্তি এই উম্মতের মধ্যে থেকে যাবে।

* রাসুল (সাঃ) বলেন,

" ওই সত্তার কসম যার হাতে আমার জান, তোমরা সৎ কাজে আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে, যদি তেমন না কর তাহলে তোমাদের উপর জালিম শাসক চাপিয়ে দেওয়া হবে, তখন তোমাদের মধ্যে ভাল লোকেরা দুআ করবেন কিন্তু তা কবুল করা হবে না।" → [মুসনাদে আহমদ]

বাবরী মসজিদের শাহাদাত → ১৯৯2 সনের ৬ ডিসেম্বর

গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা → 2002 সালে

Scanned with CamScanner

আমরা যদি এ কাজ না করি তাহলে আল্লাহ অন্য জাতি নিয়ে আসবেন। -আল্লাহ বলেন,

"যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মতো হবে না।" → [সূরা মুহাম্মাদ-৩৮]

▣ শাস্তি থেকে বাঁচার উপায়ঃ

উপায় ২টি। (i) তওবা করা

(ii) উপদেশ বা শিক্ষা গ্রহণ করা

"গুরু শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।" → [সূরা সেজদাহ-২১]

"তবে যারা তওবা করে এবং বর্ণিত তথ্যাদির সংশোধন করে মানুষের কাছে তা বর্ণনা করে, সে সমস্ত লোকের তওবা আমি কবুল করি এবং আমি তওবা কবুলকারী পরম দয়ালু।" → [বাকারা-১৬০]

⊙ ইউনুস (আ:) এর কওমরা তওবা করে তাই তাদের উপর থেকে আযাব তুলে নেন মহান আল্লাহ।

একটি ঘটনাঃ

বনী ইসরায়েল দের শনিবারে মাছ ধরতে নিষেধ করা হয়েছিল। তারা ৩ ভাগে বিভক্ত হয়েছিল,

(i) শিকারকারী (জালিম)

(ii) মুত্তাকী (যারা বিরত ছিল)

(iii) বাধা প্রদানকারী।

আল্লাহ জালিম ও মুত্তাকীদের ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, তাদের আকৃতিকে বিকৃত করে দিয়েছেন।

Scanned with CamScanner

□ লানত ও শাস্তি হতে তারা বাঁচবে যারা ৩টি কাজ করবে,
(i) তওবা করবে
(ii) ইসলাহ করবে
(iii) যে সমস্ত আহকাম গোপন করেছে তা মানুষের মাঝে বর্ণনা করবে।

দায়ীর গুনাবলি

দায়ীর গুনাবলিঃ 14/03/2020

১. বিশুদ্ধ নিয়তঃ

'প্রত্যেক আমলের ভিত্তি হলো নিয়ত।' → বুখারি

২. এখলাসঃ

" তাদেরকে এছাড়া আর কোনো নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করবে, নামাজ কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে।" — [সূরা আল বায়্যিনাহ-৫]

৩. দয়াঃ

" আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।" → [আম্বিয়া ১০৭]

- সুলাইমান (আঃ) ও পিঁপড়ার ঘটনা
- কুরআনে পিঁপড়ার নামে একটি সুরা আছে → সূরা নামল,
- দায়ীর অন্যতম গুন → অমুসলিমদের জন্য দয়া

৪. দায়ীর দৃষ্টিঃ দৃষ্টি 2 প্রকার। (i) সু-দৃষ্টি
(ii) কু-দৃষ্টি

Scanned with CamScanner

• দৃষ্টি থাকবে নত।

• রাসূল (সা:) লজ্জার দরুণ কারও প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি খুলে তাকাতেন না। আকাশ অপেক্ষা মাটির দিকে দৃষ্টি অধিক নিবদ্ধ থাকত

• "আপনি মুমিনদের বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে, তাদের গুপ্ত অঙ্গকে হেফাজতে করে, এটা তাদের জন্য অধিক শুদ্ধি।" – [সূরা নূর -৩০]

৫. দায়ীর পথ চলা:

• রাসূল (সা:) কে ~~অধিক~~ অনুসরণ করবে।

• শক্তি সহকারে পা তুলবে, সামনের দিকে ঝুঁকে চলবে।

• পা মাটির উপর কোমলভাবে রাখবে।

• রাসূল (সা:) এর চলার গতি ছিল দ্রুত, পদক্ষেপ ছিল দীর্ঘ।

৬. দায়ীর মুখ ফেরানো:

• সম্পূর্ণ শরীরসহ মুখ ফেরাবে।

৭. সালাম দেওয়া

৮. সর্বদা পরকালের চিন্তা

• পরকালের চিন্তা বেশি বেশি করা ও সীরাতের গ্রন্থের বেশি বেশি মুতাআলা করার মাধ্যমে উম্মতের দরদ তৈরি হবে। –[শায়খ মাওলানা কালিম সিদ্দিকী]

৯. সর্বদা উম্মতের ফিকির করবে।

• রাসূল (সা:) এর বড় সিফাত "উম্মতের ফিকির"

২০. আরামপ্রিয় না হওয়া

- ফাতেমা (রা) রাসুল (সা:) এর কাছে একজন সেবিকা চাহিয়া চাইলে রাসুল (সা:) বলেন, "তুমি প্রত্যেক নামাজের পর ৩৩ বার করে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবর বলবে।

২১. বিনা প্রয়োজনে কথা না বলা

২২. অধিকাংশ সময় চুপ থাকা

- রাসুল (সা:) বলেন
  "যে ব্যক্তি চুপ রইল সে নাজাত পেল।"

২৩. সারগর্ভ ভাষায় কথা বলা

- কথার মধ্যে শব্দ কম অর্থ বেশি থাকবে
- গুছিয়ে কথা বলতে হবে।

২৪. কথা হবে স্পষ্ট:

- কথার মাঝে যেন জড়তা না থাকে
- কথা একটি অপরটি থেকে পৃথক থাকবে।

২৫. নরম মেজাজি হওয়া

২৬. কঠোর মেজাজি না হওয়া

- রাসুল (সা:) বলেন
  "তোমরা সহজ করো কঠিন করো না।"

২৭. কাউকে হেয় না করা

- দাওয়াত দেওয়ার সময় মাদ'উ কে ও তার ধর্মকে হেয় করে কথা বলবে না।

Scanned with CamScanner

১৮. আল্লাহর নেয়ামতকে বড় মনে করা

- মুসা (আ:) এর আল্লাহর সাথে দেখা করতে যাওয়ার পথে একজন পাপী ও একজন আবেদের ঘটনা
- রাসূল (সা:) আল্লাহর নেয়ামতকে বড় মনে করতেন তা যত সামান্যই হোক না কেন। নিন্দা করতেন না, মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করতেন না।

১৯. দ্বীনি বিষয়ে হস্তক্ষেপ হলে সহ্য না করা

- দীনের ক্ষেত্রে কোনো আপোষ নেই।
- ইসলামবিরোধী কোনো কিছু মেনে না নেওয়া।

২০. দুনিয়ার কোনো বিষয়ে রাগান্বিত না হওয়া

২১. নিজের জন্য রাগান্বিত না হওয়া

২২. উত্তম চরিত্র ও ত্রুটি থেকে পরিত্রাণ

"আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।"

→ [সূরা ক্বলম-৪]

২৩. নিজের জন্য প্রতিশোধ না নেওয়া

- যে যুলুম করে সে যালিম, যে অত্যাচারিত হচ্ছে সে মাজলুম।
- আল্লাহ মাজলুমদের সাথে।

২৪. হাসি হবে মুচকি হাসি

- জোরে জোরে আওয়াজ করে হাসবে না।
- রাসূল (সা:) মুচকি হাসতেন, আর সে সময় তাঁর দাঁত মোবারক বৃষ্টির ফোঁটার মতো উজ্জ্বল ও ঝকমকে প্রকাশ পেত।

Scanned with CamScanner

২৫. ঘরে থাকাকালীন যেভাবে কাটাবেন

- ঘরের সময় ৩ ভাগে ভাগ করবে
  - (i) পরিবারের হক আদায়ের জন্য
  - (ii) ইবাদাতের জন্য
  - (iii) আরামের জন্য
- রাসুল (সা:) বলেছেন,

"তোমরা ঘরকে কবরস্থান বানিও না।"

- রাসুল (সা:) ঘরের সময়কে উপরিউক্ত ৩ ভাগে ভাগ করতেন আবার নিজের ভাগকেও নিজের ও উম্মতের অন্যান্য লোকজনের মধ্যে 2 ভাগে ভাগ করতেন, অন্যান্যদের জন্য যে ভাগ হতো তখন বিশিষ্ট সাহাবীরা উপস্থিত হতেন।

২৬. উপকারী কথা গোপন না করা

২৭. অন্যদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো

হযরত আলী (রা:) বলেন, রাসুল (সা:) বলতেন,

"উপস্থিত যারা তারা অনুপস্থিতদের জানিয়ে দেবে।

২৮. ক্ষমতাসীনদের কাছে অভাবগ্রস্থদের অভাবের কথা পৌঁছানো

২৯. দাওয়ীর মজলিসে উপকারী আলোচনা হবে

৩০. দাওয়াতের সাথে খাবারের ব্যবস্থা করা

- জ্ঞানদানের সাথে কিছু ভাহার দান নবীজী (সা:) এর সুন্নাত।

৩১. আগত ব্যক্তিদের মন রক্ষা করা, আপন করে নেওয়া

৩২. আগত ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন না করা

৩৩. সম্মানী ব্যক্তিকে সম্মান করা

৩৪. মানুষকে ক্ষতিকর জিনিস থেকে সাবধান করা

- মানুষের সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক হচ্ছে জাহান্নামে যাওয়া

Scanned with CamScanner

৩৫. নিজে সতর্ক থাকা

- শয়তান ও মানুষের চক্রান্ত থেকে সতর্ক থাকা

৩৬. আপন সঙ্গীদের খোঁজখবর নেওয়া

৩৭. ভালোকে ভালো বলা, খারাপকে খারাপ বলা,

- হুজুর (সা:) ভালোকে ভালো বলে দৃঢ় সমর্থন করতেন। এবং খারাপকে খারাপ বলে তা দূরে দিতেন।

৩৮. সমতা রক্ষা করা

- প্রত্যেক কাজে সমতা রক্ষা করা
- বাড়া-বাড়ি না করা

৩৯. তাড়াহুড়া না করা

রাসূল (সা:) বলেন,

"ধীরস্থিরতা আল্লাহর পক্ষ থেকে আর তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে।" —[তিরমিজী]

৪০. সর্বদা লোকজনের সংশোধনের প্রতি খেয়াল রাখা.

- মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করা
- সমালোচনা না করা

৪১. প্রত্যেক অবস্থার জন্য মূলনীতি থাকা

৪২. হক কাজে ত্রুটি না থাকা

৪৩. কোনো কাজে সীমালঙ্ঘন না করা

৪৪. সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করা

সেই নবীজী (সা:) এর নিকট শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হতেন, যে লোকদের সর্বাপেক্ষা কল্যাণকামী।

Scanned with CamScanner

৪৫. সর্বোচ্চ মর্যাদাশীল হওয়ার চেষ্টা করা

- আমল ও আখলাকের মাধ্যমে
- নিজের মধ্যে তাকওয়া অর্জন করে।
- মানুষের মধ্যে সহানুভূতিশীল - সাহায্যকারী হওয়া

৪৬. উঠতে বসতে আল্লাহর জিকির করা

৪৭. মজলিসে স্থান নির্দিষ্ট না করা

৪৮. মজলিসে যেখানে জায়গা পাওয়া যায়, সেখানে বসা।

৪৯. মজলিসে প্রত্যেকের হক আদায় করা

- রাসুল (সা:) মজলিসে প্রত্যেককে তার প্রাপ্য অংশ দিতেন
- প্রত্যেকের সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন
- প্রত্যেক ব্যক্তি মনে করতেন তিনি (সা:) তাকেই সবচেয়ে বেশি সম্মান করছেন

৫০. কেউ কিছু চাইলে তা দান করা

৫১. সদা হাসিমুখে থাকা

৫২. অধিকারের ক্ষেত্রে সবাইকে সমান দেওয়া

৫৩. মজলিস হবে সহনশীলতা ও ধৈর্যের নমুনা

- রাসুল (সা:) এর মজলিস ছিল সহনশীলতা, লজ্জা, ধৈর্য এবং আমানতের।

৫৪. মজলিসে উচ্চস্বরে কথা না বলা।

৫৫. মজলিসে কারো ইজ্জতহানি না করা

৫৬. মজলিসের আদব রক্ষা করা

- রাসুল (সা:) এর মজলিসে সবাই সংযত হয়ে বসতেন।
- দোষ-ত্রুটি হয়ে গেলে তা নিয়ে সমালোচনা হতো না,
- তাকওয়ার ভিত্তিতে একে অপরের উপর মর্যাদা লাভ করত।

Scanned with CamScanner

৫৭. বড়দের সম্মান ও ছোটদের প্রতি সদয় হওয়া

৫৮. মুসাফিরের যত্ন করা

৫৯. সদা হাসি-খুশি থাকা, নম্র স্বভাবী হওয়া, চিৎকার করে কথা না বলা

৬০. অশ্লীল কথা না বলা, কাউকে দোষারোপ না করা

৬১. অধিক হাসি-ঠাট্টা না করা

৬২. তিন জিনিস হতে বাঁচা

(i) ঝগড়া-বিবাদ থেকে

(ii) বেশি কথা বলা থেকে

(iii) অনর্থক বিষয়াদি থেকে

৬৩. তিন জিনিস থেকে অন্যকে বাঁচানো

(i) কারো নিন্দা না করা

(ii) কাউকে লজ্জা না দেওয়া

(iii) কারো দোষ তালাশ না করা

৬৪. সওয়াবের কথা বলা, কথা বলার সময় শ্রোতা চুপ থাকবে,

৬৫. অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করা

৬৬. কারো সামনা-সামনি প্রশংসা না করা

৬৭. কারো কথায় বাধা না দেওয়া

- তবে কেউ সীমালঙ্ঘন করলে বাধা দিবে.

৬৮. চার কারণে নীরবতা পালন

(i) সহনশীলতার কারণে

(ii) সচেতনতার দরুণ

(iii) আন্দাজ করার উদ্দেশ্যে

(iv) চিন্তা-ভাবনার জন্য

রাসূল(সা:) 2 বিষয়ে আন্দাজ করতেন

(i) উপস্থিত লোকদের প্রতি দৃষ্টিদানে

(ii) তাদের আবেদন শোনার ব্যাপারে কীভাবে সমতা ...

Scanned with CamScanner

আর তাঁর চিন্তার বিষয় ছিল, যা চিরস্থায়ী (আখিরাত) এবং যা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে (দুনিয়া).

৬৯. চার বিষয়ে সচেতন থাকা

(i) নেক কাজ করতে

(ii) মন্দ কাজ পরিত্যাগ করতে

(iii) উম্মতের পরকাল বিষয়ে

(iv) যাতে উম্মতের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

দায়ীর গুণাবলি (পর্ব-2)

21/03/2020

১. সংযম ও ধৈর্যশীল হওয়া

- সবর অন্তরের গুণাবলীর মধ্যে উত্তম একটি গুণ, যার দ্বারা মুআমালাত এবং অবস্থা ঠিক হয়ে যায়।
- উহুদের যুদ্ধে রাসুল (সা:) এর আহত হওয়ার ঘটনা

২. দুশমনকে বন্ধু বানানো (শীট দেখব) আয়াতগুলো*

৩. গিবত না করা

রাসুল (সা:) বলেন, "নিশ্চয়ই গিবত জিনা থেকেও মারাত্মক।"

৪. মিথ্যা বলবো না

রাসুল (সা:) বলেন, "সত্য মানুষকে মুক্তি দেয় এবং মিথ্যা ধ্বংস করে।"

৫. নিজের দাওয়াতের উপর মজবুত আস্থা থাকতে হবে

৬. আত্মশুদ্ধি

"তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর। তবুও কি তোমরা চিন্তা করো না? — [বাকারা - ৪৪]

Scanned with CamScanner

৭ নামাজ → সর্বদা প্রথম কাতারে থাকতে
পরিপূর্ণ সুন্নাত অনুযায়ী নামায আদায়।
কিয়ামুল লাইল
রোজা ও সাদকা → ফরজ রোযার পাশাপাশি
নফল রোজা → সোমবার, বৃহস্পতিবার, আইয়্যামে বীযের ৩
রোযা, আশুরা, আরাফা ইত্যাদি।
কুরআন তেলাওয়াত →
রাসূল (সা:) বলেন,
"তোমাদের মধ্যে সে সবচেয়ে উত্কৃষ্ট যে নিজে কুরআন শিখে
ও তা অপরকে শিক্ষা দেয়," — বুখারী

৭. ইলম ও জ্ঞান

৮. তাকওয়া

৯. ক্ষমা

১০. অল্পে তুষ্টি

১১. নিজেকে ছোট মনে করা

১২. আল্লাহর দুশমনদের সাথে জিহাদ

১৩. ন্যায় ও ইনসাফ

১৪. আমলের ধারাবাহিকতা

১৫. মাজলুমের সহযোগিতা

১৬. প্রশস্ততা

১৭. তওবা

১৮. গোপনে দান
মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রকাশ্যে করা যেতে পারে,
অন্যথায় গোপনে শ্রেয়।

১৯. আল্লাহর নিআমতের প্রকাশ

২০. আত্মমর্যাদাবোধ

Scanned with CamScanner

২১. সাওয়াল না করা

রাসুল (সাঃ) বলেন, জান্নাতি লোক ৩ দল।

(i) দান-সাদকা আদায়কারী ন্যায় পরায়ণ বাদশা

(ii) প্রত্যেক মুসলমান ও নিকটাত্মীয়দের সাথে দয়া ও নম্রতার সাথে আচরণকারী।

(iii) আত্মমর্যাদা রক্ষাকারী দরিদ্র ব্যক্তি।

২২. সুন্দরকে পছন্দ করা

২৩. সন্তানদের সাথে ইনসাফ

২৪. আল্লাহর জন্য ভালোবাসা

২৫. স্থায়ী আমল

২৬. কল্যাণকামী

<u>আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয় জিনিসসমূহ</u>

১. নিফাক

২. দুনিয়ার মুহাব্বত

৩. হক্ব বিরোধী

৪. অঙ্গীকার পূরণ না করা

৫. ঝগড়া-ফাসাদ

৬. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ভালোবাসা

৭. পাপ

৮. জুলুম

৯. অহংকার

১০. ফাসাদ-সৃষ্টিকারী

১১. খিয়ানত

১২. দুনিয়ার জিনিসে খুশি

১৩. বদ জবানী

১৪. কুধারণা

১৫. ভিক্ষুক

১৬. জালেম মালদার

Scanned with CamScanner

29/02/2020

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা

- গত 200 বছর ধরে ভারত উপমহাদেশে শাসন করে।
- একসময়েও তারা বিতাড়িত হয়েছিল। তার কারণ 2টি,
  - (i) এদেশের বেশিরভাগ মানুষ আল্লাহভীরু। তারা প্রায়ই কিছু ওলামাদের সাথে আলোচনা করেন।
  - (ii) এদেশের বেশিরভাগ মা-বোন পর্দা করেন। ইউরোপ-আমেরিকার মতো যুবক-যুবতী নারীর অবাধ মেলামেশা নেই
- খ্রিস্টানরা আগে আসত ব্যবসার নামে।
  বর্তমানে আসে সাহায্য করার নামে।
  কিন্তু তাদের মূল উদ্দেশ্য অভিন্ন।
- খ্রিস্টানরা প্রায় ৮৫% সফল।
- পরিসংখ্যান:
  - ১৮৮১ সাল → প্রতি ৬০০০ এ একজন খ্রিস্টান।
  - ১৯৭৪ " → " ৩২৬ " " "
  - ১৯৮১ " → " ২৯ জনে " "
  - ১৯৯১ " → " ২২ " " "

টার্গেট ⟹ 2020 সালের মধ্যে প্রতি ৫ জনে ১ জন খ্রিস্টান বানানো।

* ১৯৩১ সালে বাংলাদেশে খ্রিস্টান ছিল ৫০ হাজার।
  ১৯৯১ " " দাড়িয়েছিল ৫০ লাখে।
  2001 " " " ১ কোটি

Scanned with CamScanner

⊡ ২০২০ সালের মদিনা ইউনিভার্সিটির পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে খ্রিস্টান ১০ মিলিয়ন বা ১ কোটি।

⊡ খ্রিস্টানরা তিনটি বিষয়কে পুঁজি বানিয়েছে।

(i) দারিদ্রতা
(ii) সরলতা
(iii) অজ্ঞতা

⊡ বাংলাদেশে খ্রিস্টানদের কাজ করার পদ্ধতিঃ

১. মুসলিমদের থেকে বিচ্ছিন্ন পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতিদের মধ্যে

২. মুসলমান সমাজের মধ্যে যেসব উপজাতি (যেমন - গারো) দের মধ্যে

৩. নিম্নবিত্ত হিন্দুদের মধ্যে

৪. বাতিল পীররাও খ্রিস্টানদের সাথে কাজ করে।

৫. অবিবাহিত মানুষদের থেকে আলেমদের বিচ্ছিন্ন করা

৬. মিশনারি স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল তৈরি।

৭. যে এলাকাগুলোতে মসজিদ নেই সে এলাকাগুলোকে টার্গেট ক

৮. মহিলাদেরকে পর্দার বাইরে আনা,

Scanned with CamScanner